

26247 - খুলা তলাকরে পরচিয় ও পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: খুলা তলাক বলতে কী বুঝায়? খুলা তলাক প্রয়োগ করার পদ্ধতি কী? যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তলাক দিতে না চায় তা সত্ত্বেও কী তলাক সংঘটিত হতে পারে? আমেরিকান সোসাইটি সম্পর্কে কী বলবেন? যদি স্ত্রীর কাছে তার স্বামী মনপূত না হয় (কোন কোন ক্ষেত্রে; যহেতু স্বামী দ্বীনদার)। স্ত্রী ধারণা করে যে, তার তলাক দেয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

খুলা হচ্ছে: কোন কছির বনিমিয় স্ত্রী বচ্ছিনি হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে স্বামী সবে বনিমিয়টি গ্রহণ করে স্ত্রীকে বচ্ছিনি করে দিবে; এ বনিমিয়টি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানা হোক কিংবা এর চয়ে বশে সম্পদ হোক কিংবা এর চয়ে কম হোক।

এ বধিনের দলিল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: “আর তাদেরকে যা কছির দিচ্ছে (বিদায় করার সময়) তা থেকে কছির ফরিয় নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নরিধারতি সীমারখো রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এমতাবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নরিধারতি সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কছির বনিমিয় দিয়ে তার স্বামী থেকে বচ্ছিদে লাভ করায় উভয়ের কোন গুনাহ নাই।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৯]

সুন্নাহ থেকে এর দলিল হচ্ছে, সাবতে বনি ক্বাইস বনি শাম্মাস এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সাবতে বনি ক্বাইসের উপর চারত্রিকি বা দ্বীনদাররি কোন দোষ দি না। কিন্তু, আমি মুসলমি হয়ে কুফরতি লিপ্ত হতে অপছন্দ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কিতার বাগানটি ফরিয় দিবে? সাবতে মোহরানা হিসেবে তাকে বাগান দিছেলি। সবে বলল: জ্ববি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: বাগানটি গ্রহণ করে তাকে বচ্ছিনি করে দাও”[সহি বুখারী (৫২৭৩)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এই ঘটনা থেকে আলমেগণ গ্রহণ করলে যে, কোন নারী যদি তার স্বামীর সাথে অবস্থান করতে না পারে সক্ষেত্রে বিচারক স্বামীকে বলবে তাকে তালাক দিয়ে দিতে; বরং স্বামীকে তালাক দয়ার নর্দিশে দবনে।

এর পদ্ধতি হচ্ছে- স্বামী বনিমিয় গ্রহণ করলে কথিবা তারা দুইজন এ বিষয়ে একমত হবনে; এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে: আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দলাম কথিবা আমি তোমাকে খুলা তালাক দলাম, কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ।

তালাক হচ্ছে স্বামীর অধিকার। স্বামী তালাক দলেই তালাক সংঘটিত হবে। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তালাক তারই অধিকার যার রয়েছে সহবাস করার অধিকার” অর্থাৎ স্বামীর। [সুনাতে ইবনে মাজাহ (২০৮১), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (২০৪১) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করেছেন]

এ কারণে আলমেগণ বলে: যে ব্যক্তিকে তালাক দয়ার জন্য অন্যায়ভাবে জবরদস্ত করা হয়েছে; সে ব্যক্তি যদি এ জবরদস্ত থেকে বাঁচার জন্য তালাক দিয়ে তাহলে সে তালাক সংঘটিত হবে না। [দখেুন আল-মুগনী (১০/৩৫২)]

আপনাদরে সখনে মানবরচতি আইনে স্ত্রী নজিই নজিকে তালাক দিতে পারার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন: যদি সটো এমন কোন কারণে হয় যে কারণে মহলীর জন্য তালাক চাওয়া জায়যে আছে; যমেন- স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করা, স্বামীর সাথে একত্রে থাকতে না পারা, কথিবা স্বামীর দ্বীনদাররি ঘটতিও হারামে লপ্ত হওয়ার স্পর্ধাকে অপছন্দ করা ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর তালাক চাওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে, এ অবস্থাতে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা গ্রহণ করেছে সটো ফরেত দিতে হবে।

আর যদি যথায় কারণ ছাড়া স্ত্রী তালাক চায় তাহলে সটো নাজায়যে। এমতাবস্থায় কের্ট যদি তালাক কার্যকর করে তাহলে সটো ইসলামি শরিয়তে গ্রাহ্য হবে না। বরং এ মহলি এ পুরুষের স্ত্রী হিসেবে বলবৎ থাকবে। এখানে হচ্ছে সমস্যা। সমস্যাটা হলো- এ নারী আইনে দৃষ্টিতে তালাকপ্রাপ্তা; ইদত শেষে হলে সে হয়ত অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তালাকপ্রাপ্ত নয়; সে অন্য একজনের স্ত্রী।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালেহ আল-উছাইমীন এ ধরণে মাসয়ালার ক্ষেত্রে বলে:

আমরা এখন একটা সমস্যা সংকুল মাসয়ালার সামনে আছি। এ নারী তার স্বামীর বিবাহধীনে থাকায় অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কনিত্ত, বাহ্যতঃ কের্টের রায়ের ভিত্তিতে সে তালাকপ্রাপ্তা নারী; যখন তার ইদত পূর্ণ হবে তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা বধি। এ সমস্যা নরিসনে আমার দৃষ্টিভিঙা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে কিছু দ্বীনদার ও ভাল মানুষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; যাতে করে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতা করতে পারে। সমঝোতা না হলে,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

স্ত্রী তার স্বামীকে বনিমিয় দিতে হবে; যাতনে করে এটি ইসলাম শরিয়তের দৃষ্টিতে খুলা তালাক হিসেবে গণ্য হয়।

শাইখ উছাইমীনের লিকাউল বাব আল-মাফতুহ; নং ৫৪, (৩/১৭৪) দারুল বাছরি প্রকাশনী, মশির